দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 15 MAR 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগে ৫২ প্রথম শ্রেণী

ঢাবির তদন্ত রিপোর্ট নিয়ে প্রশ্ন একপেশে হওয়ার অভিযোগ

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ৫২ প্রথম শ্রেণীর ফলাফল নিয়ে গঠিত তদন্ত কমিটি দীর্ঘ এক বছর তদন্ত শেষে যে প্রতিবেদন জমা দিয়েছে তা একপেশে বলে অভিযোগ উঠেছে। বৃহস্পতিবার সিন্ডিকেটে তদন্ত প্রতিবেদন পেশ করার কথা থাকলেও প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন হলে তা কতটা গ্রহণযোগ্য হবে সে বিষয়টি এখন শিক্ষকরা বড় করে দেখছেন। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, ৫২ জনের প্রথম শ্রেণীর ফলাফলে টেবুলেশনে নম্বরের যে গরমিল পরিলক্ষিত হয়েছে তার জন্য পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিস দায়ী। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকরা এজন্য তৎকালীন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিসের কর্মকর্তাদের দায়ী করেছেন। এছাড়া তারা তদন্ত কমিটির ২/৩ জন সদস্যের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন।

অনেক শিক্ষক বলেছেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ৫২ প্রথম শ্রেণীর তদন্তের পর কর্তৃপক্ষের অন্য বিভাগের ফলাফল নিয়েও তদন্ত শুরু করতে হবে। পার্সেন্টেজ হিসেবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ে অন্য অনেক বিভাগে অধিক সংখ্যক প্রথম শ্রেণী দেয়া হয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ২০৪ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৫২ জন প্রথম শ্রেণী পেয়েছে। (৫ম পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাবির তদন্ত রিপোর্ট

(তৃতীয় পৃঃ পর)

পার্সেন্টেজ হিসেবে এখানে শতকরা ২৫ ভাগ শিক্ষার্থী প্রথম শ্রেণী পেয়েছে। কিন্তু ইতিপূর্বে আইন বিভাগে শতকরা ৫৩ ভাগ, শান্তি ও সংঘর্ষ বিভাগে শতকরা ৪১ ভাগ, ইসলামিক স্টাডিজে শতকরা ৫৫ ভাগকে প্রথম শ্রেণী দেয়া হয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সিনিয়র শিক্ষকরা বলেছেন, বিভাগের কয়েকজন শিক্ষকের কারণে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সম্মান আজ ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সিনিয়র শিক্ষক অধ্যাপক ড. আতাউর রহমান বলেন, তিনি পরীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান থাকায় একটি চক্র তার বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছিল। তিনি আরো বলেন, তিনি কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত নন। কিন্তু একটি বিশেষ মহল তাকে বিএনপি-জামায়াতপন্থী হিসেবে চিহ্নিত করার পাঁয়তারা করছে।